তাঁর পরিচয়

উম্মে আবদুর রহমান সাকিনা হার্শফেল্ডার

ভাষান্তর
সানজিদা শারমিন

সম্পাদনা
আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

SEAN
PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

সূচীপত্র

অধ্যায়-১

মহান আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানের গুরুত্ব ১৫
আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞানই হলো সর্বোত্তম জ্ঞান ২০
আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান ছাড়া কেউ ইবাদাতের বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারে না ২১
আত্মার পরিশুদ্ধি ২২
আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান ঈমান বৃদ্ধি করে এবং হৃদয়ের দুয়ার খুলে দেয় ২৪
জ্ঞানীদের পুরস্কার.. ২৫
আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান মানবজাতিকে সঠিক পথে রাখে ২৫
এ জ্ঞান দ্বারাই হৃদয়ের প্রসন্নতা অর্জিত হয় ২৬

অধ্যায়-২

জীবনে আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কিত জ্ঞানের অনুশীলন...... ২৯
আল্লাহর নাম ও গুণাবলির সাহায্যে দুআ করা ৩০
আল্লাহর নাম ও গুণাবলি নিয়ে চিন্তা করা ৩২
আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ মুখস্থ করা ৩৩
আল্লাহর নাম ও গুণাবলির দাবি অনুযায়ী কাজ করা ৩৪

অধ্যায়-৩

আল্লাহর এককত্বের স্বরূপ ৩৭
তাওহিদ আর-রুবুবিয়াহ বা প্রভুত্বে এককত্ব ৩৮

তাওহিদ আল-উলুহিয়াহ বা ইবাদাতে এককত্ব ৩৮
তাওহিদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত বা নাম ও গুণাবলিতে এককত্ব.. ৩৮
আল্লাহর পূর্ণতা ৪০
আল্লাহর নাম ও গুণাবলি চিরন্তন চিরস্থায়ী ৪০
আল্লাহর প্রতিটি নাম একটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে ৪০
আল্লাহর নামসমূহের বাইরেও তাঁর কিছু গুণাবলি রয়েছে ৪১
আল্লাহর গুণাবলি দু প্রকার ৪২
আল্লাহর কোনো নাম প্রত্যাখ্যান কিংবা নামের মধ্যে তারতম্য না করা ৪৪
আল্লাহ তাঁর কোনো সৃষ্টির মতো নন ৪৪
তাওহিদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাতের মধ্যে শির্ক ৪৮
প্রথম: আল্লাহর নাম ও গুণাবলি অন্য কারও প্রতি আরোপ করা ৪৮
দ্বিতীয়ত: আল্লাহকে সৃষ্টির কোনো বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা ৪৯
তৃতীয়ত: যেসব বৈশিষ্ট্যকে আল্লাহ নাকচ করে দিয়েছেন, সেগুলোকে তাঁর প্রতি আরোপ করা। ৫০
চতুর্থত: আল্লাহর নাম ও গুণাবলি অস্বীকার করা ৫০

অধ্যায়-৪

মহান আল্লাহ সম্পর্কে বহুলপ্রচলিত ভুল ধারণা ৫৩
অপবিশ্বাস—১: আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান ৫৩
অপবিশ্বাস—২: আমাদের পাপ আল্লাহকে কষ্ট দেয় ৫৫
অপবিশ্বাস—৩: সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর সত্তার আত্মপ্রকাশ ৫৬
অপবিশ্বাস—৪: ফানা ফিল্লাহ বা আল্লাহর মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া ... ৫৬
অপবিশ্বাস—৫: আল্লাহ সৃষ্টি-রহস্য প্রকাশ করেন ৫৭
অপবিশ্বাস—৬: দুনিয়াতে আল্লাহর দর্শন লাভ ৫৮
অপবিশ্বাস—৭: আল্লাহর দয়া তাঁর গোস্সাকে নাকচ করে দেয় ৫৯
অপবিশ্বাস—৮: জ্যোতির্বিদ্যাকে বৈধ মনে করা ৬০
অপবিশ্বাস—৯: আল্লাহকে নিয়ে তামাশা করাকে বৈধ সাব্যস্ত করা .. ৬২
অপবিশ্বাস—১০: চেইন লেটারকে বৈধ মনে করা ৬৩

অধ্যায়-৫

আল্লাহর নামের সংখ্যা ৬৫

অধ্যায়-৬

আল্লাহর নামের ভাষাতাত্ত্বিক উৎসমূল ৬৯

অধ্যায়-৭

আল্লাহ তাআলার নাম ৭৩
কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর নাম ৭৪
সুন্নাহয় বর্ণিত আল্লাহর নাম ২৩১

অধ্যায়-৮

আল্লাহর গুণাবলির বর্ণনা ২৫৫
অস্বীকৃতিমূলক গুণাবলি ২৫৬
মহান আল্লাহর বড়ত্ব, ঐশ্বর্য, শানশওকত ও মর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিফাতসমূহ ২৭০
বইয়ে ব্যবহৃত কিছু ইসলামি পরিভাষা ৩২৯

অধ্যায়-১

মহান আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানের গুরুত্ব

- ✓ আল্লাহ কে?
- ✓ তিনি কেমন?
- ✓ তিনি কী করেন?
- ✓ তিনি কী ভালোবাসেন?

মানুষের সীমিত জ্ঞান দ্বারা এ ধরনের প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়; কিংবা কেবল আংশিকভাবেই সম্ভব। কারণ, তাঁর বিশালতা মানুষের কল্পনা-ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। আমাদের মানবীয় বোধ-বুদ্ধি অনুধাবন করতে পারে—এমন যেকোনো কিছুর চেয়ে তিনি অনেক বড় ও উচ্চতর। তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে, ওপরে মহাবিস্ময়কর এক সত্তা। তিনি আমাদের মহান স্রষ্টা।

আমাদের জানা কিংবা অজানা অস্তিত্বশীল যা কিছুই আছে, তিনি তার সবকিছুর এক ও একক স্রষ্টা, প্রভু-প্রতিপালক। আল্লাহ He কিংবা She নন; (যদিও He সর্বনামটি তাঁকে বুঝাতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে) তিনি মানুষের মতো কোনো সত্তা নন; বরং তার থেকে ভিন্ন এবং অনেক বেশি কিছু। তিনি চূড়ান্ত ক্ষমতাবান এক সত্তা; তিনি এমন এক শাশ্বত বাস্তবতা, যার সম্পর্কে আমরা কখনোই পূর্ণাঙ্গরূপে জানতে পারব না। সৃষ্টিজগতে যেখানে যা কিছু ঘটে, সবকিছুই তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। কোনো কিছুই কাকতালীয়ভাবে ঘটে না; বরং সবকিছুই মহান আল্লাহর মহাপরিকল্পনার অংশ। আমাদের জীবন তাঁরই মুঠোয় এবং তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন, আমাদের জন্য কোনটা উত্তম। গোটা সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তু নির্দেশ করে যে, এসবের নিশ্চয় একজন স্রষ্টা আছেন, একজন পরিকল্পক আছেন, একজন নিয়ন্ত্রক আছেন; আর তিনিই হলেন আল্লাহ।

বিশ্বচরাচরে এমন অনেক কিছু আছে, এমন অনেক ঘটনা ঘটে—যার ব্যাখ্যা কোনো মানুষের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। এসবের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য নিশ্চয় একজন থাকবেন, যিনি সেগুলো সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিজগতের বিশাল বিস্তৃত ছায়াপথ থেকে নিয়ে শুরু করে ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর যেকোনো কিছু নিয়ে ভেবে দেখুন, একজন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এর কোনো কিছুর অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করা যাবে না, কোনো যুক্তিতেই। প্রতিটি সৃষ্টি তাকে দেওয়া নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছে, যে বিষয়টিকে অনেকে প্রাকৃতিক আইন বলে অভিহিত করে থাকেন। এমন একটি সুশৃঙ্খল জগৎ কখনও কাকতালীয়ভাবে অস্তিত্বশীল হতে পারে না। ভাবুন তো, নাবিক ছাড়া একটি জাহাজ ছেড়ে দিলে সেটি কি কখনও তার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে? তাহলে পৃথিবী যে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরে, গ্রহ-উপগ্রহগুলো যে নিয়মতান্ত্রিক প্রদক্ষিণ করে, এগুলো কী কোনো একজন নিয়ন্ত্রক ছাড়া সূক্ষ্ম নিয়মের অধীনে রাখা সম্ভব? এখানে আল্লাহই হলেন সেই নিয়ন্ত্রক, যিনি গোটা সৃষ্টিজগৎ পরিচালনা করেন, যিনি নিয়মনীতি নির্ধারণ করেন, নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি নিজ বৈশিষ্ট্যে অনন্য, বিস্ময়কর এবং সবকিছু থেকে অতুলনীয়।

নিজ মাহাত্ম্য ও বড়ত্বের তুলনায় আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে খুব সামান্য জ্ঞানই আমাদের কাছে অবতীর্ণ করেছেন; তবে তাঁকে ভালোবাসা ও তাঁর ইবাদাতে নিজেদের নিয়োজিত করার জন্য এই জ্ঞান যথেষ্ট। এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা যে প্রশ্নগুলো তুলে ধরেছি, সেগুলোর উত্তরও কেবল এই জ্ঞানের দ্বারাই দেওয়া সম্ভব। আল্লাহ যদি আমাদের কাছে তাঁর নিজের সম্পর্কে কোনো জ্ঞান অবতীর্ণ না করতেন, তাহলে তাঁর ব্যাপারে আমরা একদম অন্ধকারেই থেকে যেতাম। মনগড়া ধারণা বানিয়ে নেওয়া ছাড়া কোনো গতি থাকত না। দুঃখজনকভাবে অনেক মানুষ এখনও এই কাজই করে থাকে। সারকথা হলো, আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানের একমাত্র উৎসই হলেন তিনি নিজে। আর আমরা তা জানতে পারি কেবলই কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে—যা তিনি সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন।

তাই এই কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত আল্লাহর নাম ও গুণাবলিগুলোকে জানার মাধ্যমেই তাঁকে যথাযথভাবে জানা যায়। একটি গুণ বা নাম আরোপ করা অর্থ হলো কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করা। আল্লাহর যত গুণবাচক নাম আছে, তার প্রতিটি নাম যে গুণকে বর্ণনা

অধ্যায়-৩

আল্লাহর এককত্বের স্বরূপ

আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞানের গুরুত্ব উপলব্ধি ও তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পনের জন্য অপরিহার্য শর্ত। আল্লাহকে সত্যিকারভাবে চেনার জন্য অবশ্যই এটা বুঝতে হবে যে, তিনি তাঁর প্রভুত্বে, দাসত্ব প্রাপ্তিতে এবং তাঁর সকল নাম ও গুণাবলিতে এক ও একক। আর তাই সকল উপাসনা একমাত্র তাঁকেই নিবেদন করতে হবে।

এটাকে পরিভাষায় বলা হয় 'তাওহিদ'। বাংলাভাষায় সাধারণত 'এককত্ব' বা এমন অর্থবোধক শব্দে অনুবাদ করা হয়। কিতাবুত তাওহীদ গ্রন্থে শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব বলেন,

> তাওহিদ অর্থ হলো সকল ইবাদাত-উপাসনাকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদন করা। এটাই সকল নবি-রাসূলদের আনীত ধর্ম। আল্লাহ বলেন,

বলো, তিনিই আল্লাহ, এক–অদ্বিতীয়। [কুরআন ১১২ : ০১]

তাওহিদকে বিদ্বানগন সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত করে থাকেন। যথা:

১. তাওহিদ আর-রুবুবিয়াহ (প্রভুত্বে আল্লাহর এককত্ব)

২. তাওহিদুল উলুহিয়াহ (ইবাদাত উপাসনায় আল্লাহর এককত্ব)

৩. তাওহিদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত (নাম ও গুণাবলিতে আল্লাহর এককত্ব)

তাওহিদ আর-রুবুবিয়াহ বা প্রভুত্বে এককত্ব

সংক্ষেপে এর অর্থ হলো এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, যা কিছুর অস্তিত্ব তার সবকিছুর একক স্রষ্টা, মালিক ও মনিব হলেন একমাত্র আল্লাহ। তিনিই সবকিছুর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখেন। যা কিছু ঘটে, সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কিছুই সংঘটিত হয় না। জীবন-মৃত্যু তাঁরই কর্তৃত্বাধীন এবং তিনি সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন।

তাওহিদ আল-উলুহিয়াহ বা ইবাদাতে এককত্ব

সংক্ষেপে এর অর্থ হলো এই বিশ্বাস ধারণ করা যে, আল্লাহই হলেন সকল ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র অধিকারী সত্তা। বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সকল ধরণের ইবাদাতকে কোনোরকম অংশীদার স্থাপন ব্যতীত এক আল্লাহর প্রতি নিবেদন করা। এটা আমাদের জীবনের সকল দিক ও বিভাগকেই পরিব্যাপ্ত করে রাখে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ, যেমন: সালাত, সিয়াম। আর্থিক, যেমন: দান-সাদাকা। জিহ্বার কাজ, যেমন: আল্লাহর প্রশংসা করা, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, সত্য কথা বলা, নম্র কথা বলা, গিবত-পরনিন্দা পরিহার করা। অন্তরের কাজ, যেমন: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসা, শুধু আল্লাহর জন্য নিয়তকে পরিশুদ্ধ করা; আল্লাহর সিদ্ধান্তকে আন্তরিকভাবে মেনে নেওয়া এবং তাঁর দয়ার ব্যাপারে আশা রাখা। মহান আল্লাহ বলেন,

> ... তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদাত না করিতে। [কুরআন ১৭ : ২৩]

তাওহিদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত বা নাম ও গুণাবলিতে এককত্ব

ইতঃপূর্বে উল্লিখিত দুই প্রকারের তাওহিদে বিশ্বাস অপরিহার্য—এতে কোনো সন্দেহ নেই; তবে এ বইয়ে সে দুটো আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়। আল্লাহকে জানার এই সফরে আমরা যাত্রা শুরু করব তাঁর নাম ও গুণাবলিতে তাঁর এককত্ব সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে।

মহান আল্লাহর নাম শুধু তাঁরই জন্য খাস। যেহেতু কোনো ব্যক্তি বা কোনো কিছুই তাঁর সঙ্গে তুলনীয় নয়, সেহেতু অন্য কারও প্রতি এই নাম আরোপ করা শির্ক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের সময় আরব উপদ্বীপে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল। এগুলোর একটার নাম ছিল 'লাত', যে শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'ইলাহ' শব্দ থেকে, আরেকটার নাম ছিল 'উয্যা', যে শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'আযিয' থেকে। এক্ষেত্রে মূর্তিকে যে আল্লাহর নাম দেওয়া হয়েছে, এটাও এই শির্কের একটি অনুষঙ্গ।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহকে সৃষ্টির কোনো বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা

মহান আল্লাহ হলেন পূর্ণ ও নিখুঁত, তিনি তাঁর সৃষ্টি অপূর্ণতা ও ত্রুটিবিচ্যুতিতে ভরা চরিত্র থেকে মুক্ত। তাই আল্লাহর প্রতি সৃষ্টির কোনো নাম বা গুণাবলি আরোপ করাও বৈধ নয়। যেমন: খ্রিস্টানদের মতো তাঁকে 'পিতা' বলে সম্বোধন করা, কিংবা দার্শনিকদের মতো তাঁকে স্রষ্টা না বলে 'মূল কারণ' 'মূল প্রকৃতি' বলে অভিহিত করা অথবা ইয়াহুদিদের মতো 'আল্লাহ ফকির, আমরা ধনী' ইত্যাদি রকম কিছু বলা। *মহান আল্লাহ বলেন,*

যাহারা তাঁহার নাম বিকৃত করে তাহাদেরকে বর্জন করিবে, তাহাদের কৃতকর্মের ফল তাহাদেরকে দেওয়া হইবে। [কুরআন ০৭ : ১৮০]

ইবনু আব্বাস এ আয়াতের 'ইলহাদ' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ আল্লাহর প্রতি এমন নাম আরোপ করা, যা শির্ককে অবধারিত করে তোলে।

শাইখ ওমার আল-আশকারের বক্তব্য থেকে বিষয়টির আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলি নিয়ে তার নিজ রচিত গ্রন্থে বলেন, তিনভাবে আল্লাহর নামের সঙ্গে দ্রোহিতা করা যায়।

(ক) সেগুলো অস্বীকার করা।

(খ) আল্লাহর শানে সৃষ্টির নাম আরোপ করা।

(গ) সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্র নাম আরোপ করা।

অধ্যায়-৪

মহান আল্লাহ সম্পর্কে বহুলপ্রচলিত ভুল ধারণা

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম সমাজে খোদ মহান আল্লাহ সম্পর্কে নানারকম ভুল ধারণা ও অপবিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহকে তাঁর মতো করে সঠিকভাবে জানার জন্য এসব অপবিশ্বাস পরিত্যাগ করা অপরিহার্য। এ অধ্যায়ে আমরা আল্লাহ সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা ও অপবিশ্বাসকে অপনোদন করব।

অপবিশ্বাস—১: আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান

দয়াময় আরশে সমাসীন হয়েছেন। [কুরআন ২০: ০৫]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু মাসউদ ﵁ বলেন—আরশ পানির ওপর অবস্থিত, আর আল্লাহ আরশের ওপর অধিষ্ঠিত এবং তিনি জানেন তোমরা কী অবস্থায়আছ।[১০]

মুআবিয়া ইবনু হাকাম আস-সুলামি এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমার একটা দাসী আছে, যে আমার ভেড়ার পরিচর্যা করে। আমি সেদিন তার কাছে গিয়ে দেখি আমার একটি ভেড়া হারিয়ে গেছে, আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে

[১০] দাইনুর আল-মালিকি রচিত *আল-মুজালাসা ওয়া যাওয়াহিরুল ইল্‌ম* গ্রন্থের সম্পাদক মাশহুর হাসান বর্ণনাটিকে নির্ভরযোগ্য দাবি করেছেন।

সে বলল একটি নেকড়ে সেটিকে খেয়ে ফেলেছে। আমি রেগে গিয়ে তার মুখে আঘাত করেছি, আসলে আমি তো বনি আদমই। ব্যাপারটা যেহেতু এমনই হয়েছে, আমি ভাবছি একটি দাস মুক্ত করে দেবো, আমি কি তাঁকেই মুক্ত করে দেবো?

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই দাসীকে ডেকে প্রশ্ন করেন, আল্লাহ কোথায়? সে জবাব দেয়—আসমানে। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করেন, বলো তো আমি কে? সে বলে, আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হ্যাঁ তাকে মুক্ত করে দিতে পার। [সহীহ সূত্রে আবু দাউদ ও নাসায়িতে বর্ণিত]

কুরআনে এসেছে,

তিনি আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর একদিন সমস্ত কিছুই তাঁহার সমীপে সমুত্থিত হইবে, যে দিনের পরিমাপ হইবে তোমাদের হিসাবে সহস্র বৎসর। [কুরআন ৩২ : ০৫]

যেহেতু বিভিন্ন ধারা বর্ণনা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, সকল বিষয় আল্লাহর নিকট উত্থিত হয়, সেহেতু এটাই স্বাভাবিক যে, তিনি ওপরেই থাকবেন এবং অবশ্যই তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন। যদি তিনি সর্বত্র বিরাজমানই হতেন, তবে কোনো কিছু তাঁর কাছে উত্থিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ত না।

আল্লাহকে সর্বত্র বিরাজমান ধারণা করা একটা সর্বৈভ ভুল, এটা শুধু কুরআন-সুন্নাহর মূল পাঠের সঙ্গেই যে অসংগতিপূর্ণ, তা-ই নয়; বরং এটা আল্লাহর প্রতি অপমানজনক ধারণাও বটে। কারণ সর্বত্র বিরাজমানের ব্যাপারটি নোংরা-ময়লা সর্বত্র আল্লাহর অবস্থানকে অবধারিত করে তোলে, অথচ আল্লাহ এমন জিনিস থেকে কত পবিত্র ও মহান! আল্লাহকে যদি সর্বত্র বিরাজমান মেনে নেওয়া হয়, তাহলে মানুষসহ সব সৃষ্টির মধ্যেও আল্লাহ বিদ্যমান, আর সেক্ষেত্রে সৃষ্টির ইবাদাত করতে তো আর কোনো বাঁধা থাকে না। কারণ, তাঁর মধ্যে তো আল্লাহ রয়েছেন। এটা অবশ্যই মিথ্যা এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন ধারণা খুবই বিপজ্জনক। আল্লাহ বলেন,

তিনি বলিলেন, তোমরা ভয় করিও না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি। [কুরআন ২০: ৪৬]

উল্লিখিত আয়াতের এই কথা আল্লাহ বলেছিলেন নবি মুসা ও হারুনকে, যখন তাদেরকে ফিরআউনের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এখানে আল্লাহর 'তাদের সঙ্গে থাকা' বিষয়টি যথার্থভাবে বুঝে নেওয়া আবশ্যক। তিনি সবকিছু শোনেন,

পুরুষ যাহা অর্জন করে, তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যাহা অর্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ। [কুরআন ০৪ : ৩২]

অপবিশ্বাস—৩ : সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর সত্তার আত্মপ্রকাশ

অনেক সময় মুসলিমদের মধ্যে এমন কথা শোনা যায় যে, আল্লাহ মানুষের মধ্যে তাঁর নিজেকে প্রকাশ করেন। হতে পারে এটা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি (সাধারণত যারা নবি-রাসূল দাবি করে) অথবা বিশেষভাবে আলোকিত কোনো ব্যক্তির মধ্যে।

মূলত মানুষের মধ্যে আল্লাহর আত্মপ্রকাশের ধারণাকে সমর্থন করা মানে হলো আল্লাহকে অপূর্ণ সত্তা সাব্যস্ত করা। মানুষ তো সত্তাগতভাবে অপূর্ণ। মানুষের সীমাবদ্ধতা আছে, প্রয়োজন আছে, চাহিদা আছে। যদি মেনে নেওয়া হয় যে, আল্লাহ মানুষের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন, তবে মেনে নিতে হবে যে, আল্লাহরও অপূর্ণতা রয়েছে। একইভাবে এটাও অবধারিত হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ এক্ষেত্রে মারাও যেতে পারেন, যেহেতু মানুষের মৃত্যু অবধারিত। বস্তুত আল্লাহ এমন জিনিস থেকে অনেক ঊর্ধ্বে, তিনি সকল চাহিদা থেকে মুক্ত। তাঁর কোনো প্রয়োজন বা সীমাবদ্ধতা নেই। কোনো পূর্ণ সত্তাকে অপূর্ণ সত্তায় রূপান্তরের কোনো সুযোগ নেই, অথচ এই অপবিশ্বাসের মাধ্যমে এটাই করা হয়েছে। শেষ কথা হলো, আল্লাহ কখনোই তাঁর কোনো সৃষ্টির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন না।

অপবিশ্বাস—৪ : ফানা ফিল্লাহ বা আল্লাহর মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া

এই অপবিশ্বাস বিপরীত দিক থেকে অনেকটা ওপরেরটার মতোই। কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে, তারা আধ্যাত্মিকতার এমন উঁচু পর্যায়ে উঠে যেতে পারেন যে, তারা স্বয়ং আল্লাহর মধ্যে বিলীন হয়ে যান। বৌদ্ধ ধর্মে এমন একটা ধারণা আছে, যাকে তারা নির্ভানা লাভ করা বলে থাকে; ইসলামে এসব ধারণার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। তারা আবার মনে করেন, এটাই মানুষের অস্তিত্বের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য।

বাস্তবে এটা একেবারেই অসম্ভব। মহান আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা, তিনি

অধ্যায়-৫

আল্লাহর নামের সংখ্যা

আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন যে নবি ﷺ বলেন,

মহান আল্লাহর একশ কম এক—নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, যে সেগুলো মুখস্থ ও হৃদয়ঙ্গম করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [সহীহ বুখারি]

এই হাদিসের কারণেই অনেক মুসলিম মনে করেন যে, আল্লাহর নামের সংখ্যা নিরানব্বইতেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবতা হলো মহান আল্লাহর আরও অনেক সংখ্যক নাম রয়েছে, যা কেবল তিনিই জানেন। এখানে বিষয়টি আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

ইবনু মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত অন্য একটি হাদিস রয়েছে, যেখানে দেখা যায় নবি ﷺ নিম্নোক্ত কথামালার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন:

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ اللّهُمَّ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ

হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে চাই সেই সকল নামের ওসিলায়, যার দ্বারা তুমি তোমাকে নামকরণ করেছ, অথবা তোমার কিতাবে অবতীর্ণ করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টির কাউকে শিখিয়েছ, অথবা গায়েবের জগতে যার প্রভাব তুমি সৃষ্টি করেছ... [সহীহ সূত্রে মুসনাদে আহমাদে সংকলিত]

দুটি হাদিসকে বিবেচনায় নিলে এটা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহর আরও অনেক নাম রয়েছে, যা তিনি নিজের কাছেই রেখেছেন। আর তাই আল্লাহর নামের সর্বমোট সংখ্যা আমাদের অজানা, তা কেবল তিনিই জানেন।

তা ছাড়া যেসব নাম তিনি অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলোর সংখ্যাও

নিরানব্বইয়ের অধিক। বিষয়টিকে ব্যখ্যা করার জন্য হাদিসের ভাষ্যের দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। হাদিসের ভাষ্যে বলা হয়েছে, আল্লাহর নিরানব্বইটি—এক কম একশ—নাম রয়েছে; কিন্তু বাক্যটি এখানে শেষ হয়ে যায়নি; বরং এরপর বলা হয়েছে, যে এগুলো মুখস্থ ও হৃদয়ঙ্গম করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

শেষের এ বাক্যাংশ বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এটাই নিরানব্বই নামের বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বোঝার জন্য আমরা একটি একটি উদাহরণের সাহায্য নিতে পারি। ধরুন, আমি আপনাকে বললাম—আমার কাছে পাঁচটি বই আছে, যেগুলো আপনি ধার নিতে পারেন, এর অর্থ কি এটা হতে পারে যে, আমার কাছে কেবল এই পাঁচটি বই-ই আছে? না। এটা যৌক্তিক নয়; বরং এর অর্থ হলো আমার কাছে আরও অধিক সংখ্যক বই থাকতে পারে; কিন্তু পাঁচটি আমি আপনাকে ধার দিতে পারব। এখানে 'আপনি ধার নিতে পারেন' বাক্যাংশ পাঁচটি বইয়ের বিশেষ অবস্থান নির্ণয় করে; কিন্তু এটা আমার মালিকানায় থাকা বইয়ের সংখ্যাকে পাঁচে সীমাবদ্ধ করে না।

ইমাম ইবনুল কাইয়ুম বলেন 'আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, সেগুলো যে মুখস্থ করবে জান্নাতে প্রবেশ করবে' বক্তব্যটি একটি বাক্যের অন্তর্ভুক্ত। 'যে তা মুখস্থ করবে, জান্নাতে প্রবেশ করবে' অংশটি বাক্যের বিশেষণমূলক অংশ, এটি আলাদা কোনো স্বতন্ত্র বাক্য নয়। অতএব, এ বক্তব্যের সামগ্রিক অর্থ হলো মহান আল্লাহর অনেকগুলো নাম রয়েছে, এসব নামের অসংখ্য বারাকাহর একটি হলো, যে তা মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ বাক্য নিরানব্বইয়ের অধিক তাঁর আরও অন্যান্য নাম থাকার ব্যাপারটিকে নাকচ করে দেয় না। যেমন: আপনি বলতে পারেন, অমুকের একশ দাস রয়েছে, যারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এ কথা এমন ধারণা নাকচ করে দেয় না যে, তার আরও দাস রয়েছে, যারা যুদ্ধ ছাড়া অন্যান্য কাজের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এ ব্যাপারে বিদ্বানদের মধ্যে কোনো দ্বিমতও নেই।

আল্লাহর নামের সংখ্যা যে নিরানব্বইয়ের অধিক, সে ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহতেও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহর নিরানব্বইয়ের অধিক নাম রয়েছে—যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন, আর অসংখ্য নাম রয়েছে, যা তিনি অবতীর্ণ করেননি।

নিরানব্বই নাম সংযুক্ত বই কিংবা পোস্টারে আপনি লক্ষ করলে দেখতে

অধ্যায়-৬

আল্লাহর নামের ভাষাতাত্ত্বিক উৎসমূল

আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ব্যাখ্যায় যাওয়ার আগে আমি চাই আল্লাহর নামের ভাষাতাত্ত্বিক উৎসমূল নিয়ে কিছু আলোচনা করতে।

আরবি ভাষায় শব্দের একটা উৎসমূল থাকে। যতই বিবর্তিত হোক না কেন, শব্দের উৎসমূলের সঙ্গে সব সময়ই একটা সম্পর্ক অটুট থাকে এবং অর্থের দিক থেকেও মূল অর্থের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। ব্যাপারটি ব্যাখ্যার জন্য আমরা একটি উদাহরণের সাহায্য নেব। যেমন: শিক্ষা শব্দের আরবি হলো دَرْسٌ এই শব্দ তিনটি আরবি অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত। এই তিনটি অক্ষর লেখাপড়া সংক্রান্ত অর্থকে ধারণ করে। একই শব্দ নানাভাবে ঘুরে লেখাপড়া সংক্রান্ত নানা অর্থ পরিগ্রহ করে। যেমন: *দারসুন* শব্দের অর্থ অনুশীলন, *দিরাসাহ* শব্দের অর্থ পাঠ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড, *মাদরাসাহ* অর্থ পাঠশালা, *তাদরীসুন* অর্থ পাঠদান, *মুদার্‌রিস* অর্থ পাঠদানকারী বা শিক্ষক। মূল যে তিনটি অক্ষর, সে তিনটি কিন্তু ঘুরেফিরে একসঙ্গেই আছে এর সবগুলো শব্দে, আর তাই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হলেও এর মধ্যে অর্থের একটা মিল আছে।

একইভাবে আমরা মহান আল্লাহর নামের মূল ধাতুর দিকে তাকাতে পারি, এটা আমাদেরকে আল্লাহর অন্যান্য নাম এবং এগুলোর কিছু কিছু নামের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারি। যেসব নামের মূল ধাতু এক, সেসব নামের অর্থগুলোর মধ্যে একটা সাযুজ্য থাকে। এজন্য দেখা যায়, অন্য ভাষায় অনেক সময় একাধিক নামের অর্থ একই শব্দে করা হয়। পার্থক্য থাকলেও তা থাকে খুবই সামান্য। যেমন: বাংলাতে 'ক্ষমা' এবং 'মাফ' শব্দ দুটি সমার্থবোধ এবং অর্থ একই। এভাবে আল্লাহর নাম 'আল-গফূর' 'আল-গাফির' 'আল-গফফার' তিনটি নামই ক্ষমাশীলতার সঙ্গে সম্পৃক্ত, মাত্রায় সামান্য পার্থক্য ছাড়া সাধারণ অর্থ একই। আপনারা দেখতে পাবেন যে, আল্লাহর অনেক নামেরই

অর্থ এক। এটা হতে পারে দুটো কারণে। এক. হতে পারে দুটোই একই ধাতুর ভিন্ন দুটি শব্দ, অথবা হতে পারে সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ; কিন্তু সমার্থবোধক। অন্যান্য ভাষায় যেমন সিনোনিম বা সমার্থবোধক শব্দ আছে, আরবিতেও আছে।

নিচের টেবিলে আমরা আমরা সেই নামগুলো তুলে ধরেছি, যেগুলোর মূল ধাতু একই। এই নামগুলোকে একই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থগত দিক থেকে এদের পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্ক বুঝানোর জন্য।

‘আলা= সমুচ্চ, উচ্চকিত, উন্নত, অভিজাত, ঊর্ধ্বস্থ, ঊর্ধ্বস্থিত, মর্যাদাসম্পন্ন। উৎসারিত নামসমূহ: আল-আ’লা, আল-‘আলিইয়্যু, আল-মুতা‘আল
আখারা=দেরি, বিলম্ব, কালহরণ, স্থগিত, স্থগন, অপেক্ষা উৎসারিত নাম: আল-আখীর
‘আলিমা= জানা, শনাক্ত করা, অবহিত হওয়া, অনুধাবন করা জ্ঞাত হওয়া উৎসারিত নামসমূহ: আল-‘আ-লিম, আল-‘আলিম
গাফারা= ক্ষমা করা, মাফ করা, মার্জনা করা, ছেড়ে দেওয়া উৎসারিত নামসমূহ: আল-গফূর, আল-গফফার, আল-গা-ফির
হাফিযা= রক্ষা করা, অভিভাবকত্ব করা, তত্ত্বাবধান করা, সুরক্ষিত করা উৎসারিত নামসমূহ: আল-হাফী-য, আল-হা-ফিয
হাকামা= বিচার করা, সিদ্ধান্ত প্রদান করা, প্রজ্ঞাপূর্ণ হওয়া উৎসারিত নামসমূহ: আল-হাকাম, আল-হা-কিম
হাইয়া= জীবন দান করা, স্থায়ী থাকা, উৎসারিত নামসমূহ: আল-হাইয়্যু, আল মুহ্‌য়ি
ইলাহ= উপাস্য, মাবুদ উৎসারিত নামসমূহ: আল্লাহ, আল-ইলাহ

অধ্যায়-৮

আল্লাহর গুণাবলির বর্ণনা

ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সুন্দর নামসমূহের পাশাপাশি মহান আল্লাহর অনেক উত্তম গুণাবলিও রয়েছে। কারণ সাধারণভাবে তাঁর প্রতিটি নামই তো একেকটি উত্তম গুণের প্রতিনিধিত্ব করে, আবার একই সঙ্গে এমন অনেক গুণও তিনি ধারণ করেন, যেগুলোর বিপরীতে নির্দিষ্ট কোনো নাম নেই। মহান আল্লাহ সম্পর্কে আরও বিস্তৃত জ্ঞান অর্জন এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য আমরা এখানে আল্লাহর সেসব গুণাবলি সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা করব।

এখানে উল্লিখিত প্রতিটি গুণের বিপরীতে আমরা কুরআন অথবা সুন্নাহ থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করেছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু তাফসির উল্লেখ করেছি। এরপর মানুষের জীবনে সেই নামের গুরুত্ব ও প্রভাব তুলে ধরেছি। মূলত শেষের এই ব্যাপারটা হলো মানুষ যেন আল্লাহর নাম ও সিফাতের ব্যাপারে অর্জিত জ্ঞানকে তাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে রিলেট করতে সক্ষম হয়। আমরা অর্থের সাযুজ্য বিবেচনা করে নামগুলোকে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করেছি। যেহেতু সংশ্লিষ্ট তাফসির নির্দিষ্ট গ্রুপের সবগুলো নামের সঙ্গেই প্রযোজ্য, তাই অনেক ক্ষেত্রে তাফসির অংশকে নামসমূহের শুরুতে উল্লেখ করেছি। আবার কিছু কিছু নামের গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুআ সন্নিবেশিত করেছি, যে দুআগুলোর মধ্যে এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে। দুআগুলোকে আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সংগ্রহ করেছি।

বাষট্টিটি গুণ আমরা এই অধ্যায়ে যুক্ত করেছি আলোচনার জন্য। মহান আল্লাহর আরও অনেক গুণাবলি রয়েছে। আমরা কেবল সেগুলোকেই সংগ্রহ করেছি—যেগুলোর ব্যাপারে আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য দলিল-প্রমাণ রয়েছে। আমরা সতর্ক থেকেছি, যেন একই রকম বিষয়ের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

বইয়ে ব্যবহৃত কিছু ইসলামি পরিভাষা

ﷺ	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।
رضي الله عنه	রাদিয়াল্লাহু আনহু, অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন
আজান	সালাতের জন্য আহ্বান
আলহামদুলিল্লাহ	সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য
আল্লাহু আকবার	আল্লাহ সর্বশক্তিমান
আমিন	হে আল্লাহ, আমার দুআ কবুল করুন, আমিন
আসসালামু আলাইকুম	ইসলামি অভিবাদন, যার অর্থ ‘আপনার ওপরে শান্তি বর্ষিত হোক’
আসতাগফিরুল্লাহ	আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই
বিসমিল্লাহ	আল্লাহর নামে শুরু করছি
দাজ্জাল	মাসীহুদ্‌ দাজ্জাল; ইসলামি শিক্ষায় সে একজন মিথ্যা মাসীহ, যে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে এবং ঈসা عليه السلام তাকে হত্যা করার পূর্বে সে মানবতার ব্যাপক ক্ষতিসাধন করবে
হাদিস	নবি ﷺ-এর কথা ও কাজের বর্ণনার সংকলন, যা কুরআনের পাশাপাশি শরীআহর অন্যতম উৎস হিসেবে স্বীকৃত
কুদসি হাদিস	নবিজীর ভাষ্যে আল্লাহর রাব্বুল আলামিনের কথা, অর্থাৎ যে হাদিস আল্লাহ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু এটি কুরআনের অংশ নয়